ভোরের কাগজ

24

তারিখ ... ... FEB 23 2000 ... ...
পৃঃ 2 কলাম 2 ...

এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রয়োজনবোধে আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত

২৭ এপ্রিল থেকে শুরু এইচএসসি, ২৩ দিনে পরীক্ষা শেষ করা হবে

মানস ঘোষ : আগামী ২ মার্চ থেকে শুরু এসএসসি পরীক্ষায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হবে। শিক্ষাসচিব কাজী রকিবউদ্দিন আহমদ গত সপ্তাহে জেলা প্রশাসকদের কাছে পাঠানো এক পত্রে এ জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে। সচিবের পত্রে পরীক্ষা কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের কর্তব্যে অবহেলার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসকদের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

এদিকে সারাদেশে একযোগে আগামী ২৭ এপ্রিল থেকে এইচএসসি পরীক্ষা শুরুর ব্যাপারে পাঁচ শিক্ষাবোর্ড সম্প্রতি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরীক্ষা শেষ হবে ২৭ মে। মে দিবস, বুদ্ধপূর্ণিমা এবং সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলো বাদে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে মাত্র ২৩ কার্যদিবসে।

এসএসসি পরীক্ষাকে সামনে রেখে জেলা প্রশাসককে লেখা শিক্ষা সচিবের পত্রে পরীক্ষা চলাকালীন কোনো কেন্দ্রে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে কিংবা ব্যাপক দুর্নীতি সংঘটিত হলে বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে পরামর্শ করে উক্ত কেন্দ্রের চলতি পরীক্ষা বাতিল এবং ভবিষ্যতে কেন্দ্র বাতিল করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পত্রে স্থানীয় প্রশাসনকে পরীক্ষার প্রাক্কালে দুষ্কৃতকারীরা যাতে প্রশ্ন ফাঁসের গুজব তুলে ভুয়া প্রশ্নপত্র তৈরি বা বিক্রি করতে না পারে সেদিকে সতর্ক থাকতে এবং অপরাধকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে পত্রে বলা হয়েছে, যে সব কেন্দ্রে নকল প্রবণতা বেশি কিংবা ছাত্র সংখ্যা অত্যধিক সেসব কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পুলিশ ও প্রয়োজনবোধে আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করতে হবে।

ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক মোঃ আতাউর রহমান ভোরের কাগজকে গতরাতে জানিয়েছেন, এসএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায়ে। ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা, যশোর এবং চট্টগ্রাম বোর্ডের অধীনে সারাদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নপত্রে এসএসসি পরীক্ষা ২ মার্চ থেকে শুরু হয়ে চলবে ১৫ মার্চ পর্যন্ত। এ বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৯ লাখ ১২ হাজার। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ২ লাখ ৬৩ হাজার, রাজশাহী বোর্ডে ২ লাখ ৭০ হাজার, যশোর বোর্ডে ১ লাখ ৫০ হাজার, কুমিল্লা বোর্ডে ১ লাখ ৫৩ হাজার এবং চট্টগ্রাম বোর্ডে ৭৩ হাজার।

ইতিমধ্যে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে বিজি প্রেসে প্রশ্নপত্র ছাপার কাজও শেষ হয়েছে। দুটি বোর্ডে প্রশ্নপত্র এবং উত্তরপত্রের বান্ডিল পাঠানোও হয়েছে। বাকি বোর্ডগুলোতেও পৌঁছে যাবে দুএকদিনের মধ্যে। জানা গেছে, বিভিন্ন বোর্ডের তরুণ উদ্যমী শিক্ষকদের নিয়োজিত করে এ বছর ৩০ সেট প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। গণিতসহ বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নপত্রের ধরনও এ বছর কিছুটা পাল্টে যাবে। গণিতের ক্ষেত্রে বইয়ের প্রচলিত অঙ্কগুলোর সংখ্যা পাল্টে দেওয়া হয়েছে। যাতে বই খুলেও কেউ নকল করার সুযোগ না পায়।

বোর্ডগুলো পরীক্ষায় নকলে সহায়তাদানকারী এবং নকল প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একমত হয়েছে। বোর্ডগুলো সিদ্ধান্ত নিয়েছে, গত বছরের মতো এবারও অভিযুক্ত শিক্ষকদের বেতন-ভাতার সরকারি অংশ প্রদান বন্ধসহ প্রয়োজনবোধে ফৌজদারি মোকদ্দমা দায়ের করা হবে। নকল প্রতিরোধ বা গোলমাল ঠেকাতে গিয়ে আহত শিক্ষক ও ম্যাজিস্ট্রেটদের চিকিৎসার ব্যয়ভার, ক্ষতিপূরণ ব পুরস্কৃত করার জন্যও বোর্ডের সিদ্ধান্ত রয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন শেরপুর সদরের ডা. সেকান্দর আলী কলেজ কেন্দ্রে অসদুপায় অবলম্বনের প্রচেষ্টাকে প্রশংসনীয়ভাবে প্রতিহত করার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে ঢাকা বোর্ডের পক্ষ থেকে ১০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়।

কেন্দ্র পুনর্বহালের তদ্বির

এদিকে গত বছর এইসএসসি পরীক্ষা চলাকালীন ব্যাপক দুর্নীতি এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থতার জন্য সারা দেশে যেসব কলেজে পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করা হয়েছে, সে সব কেন্দ্রের পক্ষ থেকে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন মহল থেকে তদ্বির করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

সাংসদ, প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ ও আমলা রয়েছেন।

সূত্র জানায়, সরকারদলীয় এবং বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের তদ্বিরের চাপে বোর্ডগুলোতে এখন কর্মকর্তাদের নিয়মিত কাজ করা দায় হয়ে পড়েছে। কেন্দ্র পুনর্বহালের জন্য কর্মকর্তাদের নানারকম হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। এমপিরা এসে বলছেন, ব্যাপক হারে নকল করা কেন্দ্রগুলো চালু না হলে আগামী নির্বাচনে তাদের ভোট পাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। বোর্ডের আরেকটি সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে তাদের ওপর কড়া নির্দেশ আছে কোনো অবস্থায় যেন নকলবাজ কলেজগুলোতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোর্ডের একজন কর্মকর্তা জানান, প্রয়োজনে তদ্বিরকারীর নাম প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য তাদের ওপর নির্দেশ রয়েছে। কুমিল্লা, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, নরসিংদী, শেরপুরসহ বেশ কয়েকটি জেলার কলেজ এবার কেন্দ্র বাতিলের তালিকায় রয়েছে।